বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 12 NOV 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

C43

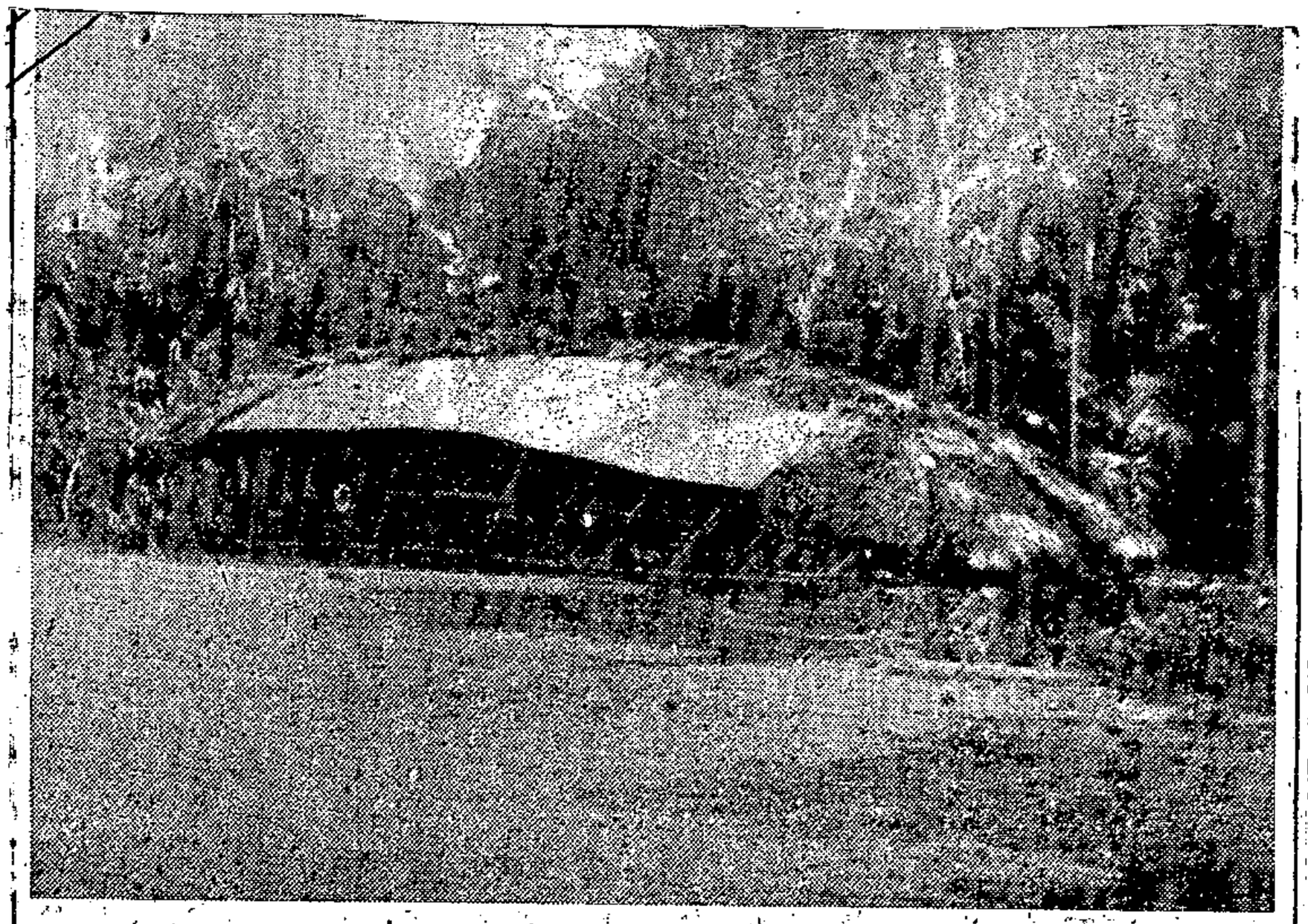

বাগেরহাট : সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত কুলতলা শহীদ জাহিদ স্মৃতি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। ---সংবাদ

বাগেরহাটের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া বিঘ্নিত

বাগেরহাট, ১০ই নভেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।--জরাজীর্ণ বিদ্যালয় ভবন, শিক্ষক সংকট সহ প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে বাগেরহাট জেলার সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। জেলার ৯টি উপজেলায় সরকারী হিসেবে ৬শ'২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চলতি বছর ১ লাখ ১০ হাজার ৯০ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। এসব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ২হাজার ২শ' ৬৩ জন শিক্ষকের পদ আছে। এর মধ্যে ১শ' ৬৪টি পদ শূন্য রয়েছে। শূন্য পদের মধ্যে মোরেলগঞ্জ উপজেলায় ১৪ জন, ফকিরহাট উপজেলায় ৯ জন, মোল্লাহাট উপজেলায় ১২ জন, কচুয়া উপজেলায় ২ জন, রামপাল উপজেলায় ১০ জন, শরণখোলা উপজেলায় ৫ জন, বাগেরহাট উপজেলায় ৮ জন, মোংলা উপজেলায় ১৯জন এবং চিতলমারী উপজেলায় ২০ জন শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে।

শিক্ষক সংকটের পাশাপাশি রয়েছে জরাজীর্ণ বিদ্যালয় ভবন, প্রয়োজনীয় বেঞ্চ, আসবাবপত্র, নলকূপ, শৌচাগার এবং বিনোদন ব্যবস্থার অভাব। জেলার ৬শ'২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৬৫টি বিদ্যালয়ের মেরামত ও সংস্কার করা হয়নি। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বেড়া, দরজা, জানালা, ছাউনি মেরামত করা হয়নি। সাম্প্রতিক বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত বিদ্যালয় ভবনগুলো মেরামত করার কোন উদ্যোগ আজ পর্যন্ত নেয়া হয়নি। অনেক স্থানে ছাত্র-ছাত্রীরা খোলা আকাশের নীচে ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছে।